দৈনিক বাংলা

30

তারিখ 16 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ঢাকা বইমেলা সমাপ্ত ঃ তিন কোটি টাকার বিক্রি

হাসান হাফিজ ঃ ঢাকা বইমেলা '৯৬ শেষ হয়ে গেল। বিজয় সরণীর সামরিক জাদুঘরের বিস্তীর্ণ মাঠে গত ১৫ দিন যে মুখর পদচারণা ছিল, আজ থেকে তা আর থাকবে না। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে স্টল ভেঙ্গে ফেলার কাজকর্ম শুরু হয়-চলে প্রায় সারা রাত। গত রাত পৌনে এগারোটায় এ রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত সমাপনী রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল।

ঢাকা বইমেলায় বই বিক্রি হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকার। ১৫ দিনে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ মানুষ মেলায় গেছেন। নতুন বই বেরিয়েছে ১৯৮টি। গত বছর ঢাকা বইমেলায় বিক্রি হয়েছিল প্রায় দুই কোটি টাকার বই। এ তথ্য জানিয়েছেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী। গতকাল সন্ধ্যায় মেলা মঞ্চে তিনি ঢাকা বইমেলা '৯৬-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গত রাতে মেলা অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী জানান, এই বইমেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা এবং আন্তর্জাতিক চারিত্র্য দেয়ার লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে আরও উদ্যোগ নেয়া হবে। ঢাকা বইমেলাকে আরও সুন্দর, প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য তিনি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সময় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মোহাম্মদ ওসমান গনি উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থকেন্দ্র এই মেলার উদ্যোক্তা।

ঢাকা বইমেলায় সর্বাধিক বিক্রীত গ্রন্থ হচ্ছে 'কবি'। জননন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের এই উপন্যাসটি গতকাল পর্যন্ত ১১ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছেন বইটির প্রকাশক এ কে নাসির আহমেদ সেলিম। কাকলী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জনাব সেলিম জানান, ঢাকা বইমেলায় তার স্টল থেকে বই বিক্রি হয়েছে চার লক্ষ টাকার। গতবারের বিক্রি ছিল দুই লক্ষ টাকা। গত বছর অবশ্য ঢাকা বইমেলায় কাকলী নতুন কোন বই বের করেনি। এবার নতুন প্রকাশনার সংখ্যা ৯। বিক্রি তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জনপ্রিয় কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলনের বই।

গত পয়লা জানুয়ারী জাতীয় গ্রন্থ দিবসে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা বইমেলা '৯৬ উদ্বোধন করেন। পয়লা থেকে সাত জানুয়ারী পর্যন্ত গ্রন্থ সপ্তাহে দেশের ৬৪টি জেলায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনসমূহের সহযোগিতায় এসব বইমেলাও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

এবার ঢাকা বইমেলায় ১২৪টি প্রকাশনা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। তার মধ্যে ৭টি হচ্ছে বিদেশী প্রতিষ্ঠান। গতবারের মেলায় মোট ৬৩টি সংস্থা অংশ নিয়েছিল।

স্টল সজ্জার জন্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছে যৌথভাবে সময় প্রকাশন ও ব্র্যাক। দু'টি সংস্থা পেয়েছে দ্বিতীয় পুরস্কার। এরা হচ্ছে আগামী প্রকাশনী ও নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা। তৃতীয় পুরস্কারও পেয়েছে দুটি প্রতিষ্ঠান-ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের স্টল ও মাওলা ব্রাদার্স।

সমাপনীর আনন্দ-বেদনা

পক্ষকালের বইমেলা ভিড়াক্রান্ত না থাকলেও সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে গ্রন্থপ্রেমীরা মেলায় গেছেন। সেই সম্মিলনীর সমাপ্তি দিনে গতকাল ছিল কিছুটা বিষাদমাখা আবহ। রাত সাড়ে আটটায় ক্ষুদে শিল্পীরা শোভাযাত্রা বের করে। নেচে গেয়ে তারা বইবিষয়ক গান পরিবেশন করে।

ঢাকা ডার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির রম্য বিতর্ক জমজমাট হয়ে উঠেছিল মেলা মঞ্চে। বিতর্কের বিষয়ও ছিল কিঞ্চিৎ আলাদা-'প্রেমে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী'। তর্কযুদ্ধে অংশ নেন লুকনা ইয়াসমিন, হযরত খান, হারুনর রশীদ স্বপন প্রমুখ। বিতর্ক প্রতিযোগিতার মডারেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার নির্দেশক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আরও ছিল পালা গানের আসর, স্বরচিত ছড়া পাঠের আসর এবং নাট্যানুষ্ঠান।